ঊনবিংশ অধ্যায়

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

পটভূমিকা

সারা জেলা জুড়ে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এদর কেউ আর্তের ত্রাণে নিবেদিত প্রাণ, কেউ শরীর-চর্চার মাধ্যমে জাতি ও সমাজ গঠনে সচেষ্ট। কেউ বিজ্ঞানচেতনার প্রসারের মাধ্যমে যুক্তি(বাদী সমাজ গড়ে তুলতে আগ্রহী, কেউ চাইছেন সার্বিক স্বাস্থ্যবিধানের মাধ্যমে নীরোগ স্বাস্থ্যসবল সমাজ গড়ে তুলতে। যেহেতু এই সব ছোট বড় সংগঠনের কাজকর্ম তদারকির জন্য কোন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা নেই তাই তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া যথেষ্ট মুশকিল । বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা কখনো কোন বিভাগীয় দপ্তর এদের তালিকা করার উদ্যোগ নিলেও তা কখনোই পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠেনি। সেই সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখেই এখানে জেলায় কাজ করেছেন এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাজকর্মের সং(প্ত বিবরণী তুলে ধরা হ'ল। বলা বাহুল্য মাত্র এদের বাইরেও রয়েছে অজস্র সংগঠন যারা নীরবে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে জাতিগঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । অধুনা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের জন্য অবশ্য কিছু তথাকথিত এন-জি-ও গড়ে উঠেছে । প্রকৃত অর্থে, এদের ঠিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। এরা শ্রমের বিনিময়ে অর্থ পেয়ে থাকেন। তবে সামাজিক উন্নয়নে এদের অবদানও কিছু কম নয়।

লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি ঃ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসাবে জেলায় প্রথম কাজ শু(করে লন্ডন মিশনারী সোসাইটি । ১৮২৪ সালে জেলার সদর বহরমপুরকে কেন্দ্র করে তাদের কর্মকাণ্ড শু(হয়। লণ্ডন মিশনারীর আগেও সেবামূলক কাজকর্মের জন্য মানুষ একত্রিত হ'ত কিন্তু তা সংগঠনের চেহারা নিত না। সামাজিক ত্রি(য়া-কর্মাদি বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়ার লোকের অভাব কোনকালেই ছিলনা কিন্তু তাৎ(ণিক প্রয়োজনে একত্রিত হওয়া সেই সব মানুষেরা প্রয়োজন মিটলেই আবার ছড়িয়ে পড়ত ।

লণ্ডন মিশনারী সোসাইটিই প্রথম সুসংহত ভাবে জেলায় তাদের সেবামূলক কাজকর্ম প্রসারিত করে । ১৮৩২ সাল নাগাদ তৎকালীন জেলা সমাহর্তা ডেভিড ডেল (David Dale) - এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জে.এ. প্রিঙ্গল (J.A. Pringle) নামে জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক বহরমপুরে একটি অনাথ আশ্রম স্থাপন করেন। এর কিছু পরেই প্রিঙ্গল সাহেবকে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে হয়। জেলা প্রশাসনের অনুরোধে লন্ডন মিশনারী সোসাইটি অনাথ আশ্রমটির দায়িত্ব নেয়। ১৮৩৬ সালে উইলিয়াম অ্যাডাম এটি পরিদর্শন করেন এবং ল(্য করেন যে এর আবাসিকরা এখানে হস্তশিল্পের শি(াও পেয়ে থাকে।

লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় শতকেই বহরমপুরে বালিকাদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে । সম্ভবত এটিই ছিল জেলায় বালিকাদের জন্য স্থাপিত প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি খাগড়ায় বালিকাদের জন্য একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ও স্থাপন করে। এর পর তারা জেলার বিভিন্ন স্থানে আরো কিছু প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় (Middle School) স্থাপন করে। এই সোসাইটি বেশ কিছুদিন দুঃস্থ মহিলাদের জন্য একটি হোমও চালিয়েছিল যেখানে আবাসিক মহিলাদের হাতের কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করা হ'ত। শোনা যায় যে আরো একটি প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারী সংগঠনের সঙ্গে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটিও বহরমপুরের ইউনিয়ন খ্রীশ্চিয়ান ট্রেনিং কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিল।

তবে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির অতুল কীর্তি হলো জিয়াগঞ্জে মহিলা ও শিশুদের জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন। ১৮৯২ সালে স্থাপিত হওয়া এই হাসপাতালটি পরিচিত ছিল 'খ্রীষ্টিয় সেবাসদন' নামে । প্রথমে এখানে শুধুমাত্র মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা করা হলেও কিছুদিনের মধ্যেই এই হাসপাতালের দরজা পু(ষদের জন্যও খুলে দেওয়া হয়। বেঙ্গল নার্সেস অ্যাক্ট ১৯৩৮ প্রবর্তিত হওয়ার পর এটি নার্সদের প্রশি(ণ কেন্দ্র হিসাবেও স্বীকৃতি পায়। জিয়াগঞ্জ শহরে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির স্থাপিত সেই হাসপাতাল আজো আছে। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ এটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে।

সারগাছি রামকৃষ(মিশন ঃ সারগাছি রামকৃষ(মিশন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৭ সালে। আশ্রমটি প্রতিষ্ঠার ঘটনা আকস্মিক । ঐ বৎসর স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর দেশ পরিভ্রমণ কালে বহরমপুর শহর থেকে ৬ মাইল দ(ণে মহুলা গ্রামের দুর্ভি(র প্রকোপ ল(্য করেন। তাঁর গু(ভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের পরামর্শ মতো তিনি ঐ স্থানে অবস্থান করে আর্তের সেবা করার মনস্থ করেন এবং এই ভাবে সারগছি রামকৃষ(মিশনের সূচনা হয়। দুর্ভি(পীড়িত মানুষদের অন্নবস্ত্র ও ওষুধপত্র দেবার মধ্যে দিয়ে মিশনের সেবাকার্যের সূচনা হয়। অখণ্ডানন্দজী এই কাজে সাহায্য পেয়েছিলেন তদানীন্তন জেলা সমাহর্তা ই ভি লেভিঞ্চ ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিত্যগোপাল

মুখোপাধ্যায়ের । ঐ সময় মিশনে দুটি অনাথ বালক আসে এবং এই সব অনাথদের জন্য একটি অনাথ আশ্রম খোলা হয়। জেলা সমাহর্তা পুলিস সুপার জি ডি গ্রেহামকে নির্দেশ দেন যে কোন অনাথ বালক বালিকা পেলেই তাদের যেন মহুলায় স্বামী অখন্ডানন্দের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে কয়েকটি অনাথ বালক বালিকা পাওয়া গেলেও তারা দীর্ঘদিন আশ্রমে থাকেনি। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৪/১৫ টি অনাথ বালক আশ্রমে প্রতিপালিত ও শি(ত হয়েছে । ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৫০জন অনাথ আশ্রমে স্থান পেয়েছে যার মধ্যে ৪জন মুসলমান ও ২জন বালিকা।

শুধু অনাথ বালকদের স্থান দেওয়াই নয়, তারা যাতে যথোপযুক্ত(শি(ায় শি(ত হয়ে পরবর্তীকলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেজন্য সবসময় সচেষ্ট ছিল এই আশ্রম। আশ্রম-সং(-ষ্ট সাধারণ বিদ্যালয়, কৃষিশিল্প বিদ্যালয় , নৈশবিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মিশনের আশ্রমিক পরিবেশ আবাসিক ছাত্র বা অনাথ অনাথাদের মানসিক চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৮৯৮ সালের শেষ পর্যন্ত আশ্রমটি মহুলা গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের চালাঘরে অবস্থিত ছিল। এরপর আশ্রমটি সারগাছি গ্রামের জমিদার মধুসুন্দরী বর্মণ মহাশয়ার কাছারীবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। জমিদারের আনুকূল্যে প্রায় তেরো বছর আশ্রমটি কাছারীবাড়ীতে থাকে। পরে বহরমপুরের বিশিষ্ট উকিল বৈকুন্ঠনাথ সেনের চেষ্টায় জমিদার হাজি মহরম আলি ও মিএ(া আব্দুল আজিজের কাছ থেকে সারগাছিতে ৫০বিঘা জমি ২০ টাকা সেলামি ও বার্ষিক ২০৬.২৫ টাকা খাজনায় মৌরসি পাওয়া যায়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আশ্রম তাঁর বর্তমান জায়গায় উঠে আসে।

শতবর্ষ অতিত্র(ম করে আসা এই প্রতিষ্ঠানটি জেলার অন্যতম গর্বের প্রতিষ্ঠান। আজও অনাথ আর্তের সেবায় ক্লান্তিহীন মিশনের কর্তৃপ(। প্রাকৃতিক দুর্বিপাক যেখানেই ঘটুক না কেন ত্রাণ নিয়ে সেখানেই হাজির হয় সারগাছি রামকৃষ(মিশন আশ্রম।

মহারাণী স্বর্ণময়ী সমিতি ঃ বিগত শতাব্দীর দুই এর দশকেই বহরমপুরের সৈদাবাদে মহারাণী স্বর্ণময়ী সমিতি নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরী হয়। নরনারায়ণ সেবা ছিল এদের মূল কর্মকান্ড। এজন্য স্বেচ্ছাসেবীরা শহরের অধিবাসীদের কাছ থেকে খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ, প্রভৃতি সংগ্রহ করত ও দরিদ্রদের মধ্যে তা বিতরণ করত । খেলাধূলা ও শরীরচর্চাতেও উৎসাহ দিতেন উদ্যোক্ত(োরা। এদেরই উদ্যোগে ১৯২৮ সাল থেকে ভাগীরথী নদীতে তিন মাইল দীর্ঘ সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তখন যে কোন শরীর চর্চার প্রতিষ্ঠানই বিদেশী শাসকদের কাছে ছিল সন্দেহজনক । মহারাণী স্বর্ণময়ী সমিতিও তার ব্যতিত্র(ম ছিল না। স্বর্ণময়ী সমিতির সাতাঁর প্রতিযোগিতা শহরের এবং শহরের বাইরের অনেক ছাত্র যুবককেই সাঁতার তথা শরীরচর্চায় উৎসাহী করে তোলে।

বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি ঃ ১৯৩১ - ৩২ সাল নাগাদ স্বর্ণময়ী সমিতি নিস্ি(য় হয়ে উঠে যায়। সেই শূন্যস্থানে গড়ে ওঠে বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি। এই সংগঠনও বিদেশী শাসকদের সন্দেহের উর্দ্ধে ছিল না। এখনও এই সংগঠন তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে । শরীরচর্চার মধ্যে দিয়ে সমাজ গঠনই এদের ল(্য।

স্বর্ণময়ী সমিতি প্রবর্তিত সাঁতার প্রতিযোগিতা বহরমপুর শহরের ত্র(ীড়াপ্রেমীদের মনে এত উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে যে ১৯৩৮ সালে শহরের বেশ কিছু ত্র(ীড়াপ্রেমী সাঁতারের ক্লাব ও উৎসাহী ব্যক্তি(বর্গকে নিয়ে একটি ফেডারেশন গড়ার উদ্যোগ নেন। এই উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ে ওঠে বহরমপুর সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন এবং শু(হয় তিন মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা। ১৯৪১ সালে উদ্যোক্ত(ারা প্রতিযোগিতাটির দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে এটিকে সাত মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা করেন।

স্বর্গধাম সেবক সঙ্ঘ ঃ স্বর্গধাম সেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩৯ সালে। বহরমপুর শহরের খাগড়ায় অবস্থিত এই সংস্থাটি একসময় তার স্বেচ্ছাসেবী এবং বেতনভুক সমাজকর্মীদের সহায়তায় অনাথ-আতুর বা বেওয়ারিশ মৃতদেহ সৎকার, অশক্ত(বা দুর্বল দরিদ্র মানুষদের সহায়তা ইত্যাদি কাজে ব্রতী ছিল। স্কুল পাঠাগার পরিচালনা, জিমনাশিয়াম চালানো, দাতব্য চিকিৎসালয় চালানো, সংস্কৃতি চর্চার প্রতিষ্ঠান পরিচালনাও ছিল এদের কর্মসূচীর অঙ্গ । অধুনা এদের সত্রি(য়তা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। তবু এখনও এরা নানা সামাজিক কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।

মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ঃ ১৯৪১ সালে স্থাপিত হয় মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন । জেলা ও সেসন জাজ (Judge) ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি,যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন ফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রণব কুমার সেন। জন্মলগ্নেই এই অ্যাসোসিয়েশন এক অভাবিত সঙ্কটের মুখোমুখি হয়। ১৯২০ সাল থেকে 'হুইলার মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্ণামেন্ট' চালিয়ে আসা উদ্যোক্ত(াদের সঙ্গে ছিল ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনর (IFA) সমর্থন আর মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক ছিল জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন তার প্রাথমিক সঙ্কট কাটিয়ে ওঠে। মাত্র ছ'টি অনুমোদিত ক্লাব নিয়ে অ্যাসোসিয়েশন যাত্রা শু(করে। এর মধ্যে আবার দুটি ছিল শি(া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সং(-ষ্ট। বাকী চারটি ক্লাব হ'ল ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব (FUC), ইয়ংমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন (YMA), বৈকুন্ঠনাথ মেমোরিয়াল ক্লাব

এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কয়েক বছর পর বহরমপুর টাউন ক্লাব এবং ব্রজভূষণ স্মৃতি সমিতি অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন লাভ করে। এই অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল , ত্রি(কেট ভলিবল প্রভৃতি খেলার লীগ ও নক আউট টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে।

মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন ঃ ১৯৪৩ সালে বহরমপুর সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের নাম পাল্টে হয় মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন। তখন থেকেই সংস্থাটি ভাগীরথী ব(বিভিন্ন দূরত্বের সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে থাকে । ১৯৪৯ সাল থেকেই সংস্থাটি মেয়েদের মধ্যেও সাঁতার নিয়ে আগ্রহ সঞ্চার করার ল(্যে মেয়েদের জন্যও দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চেষ্টা করে কিন্তু সে উদ্যোগ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। সংস্থাটি বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন (বাসা) এবং 'সুইমিং ফেডারেশন অব্ ইন্ডিয়া'র (SFI) অনুমোদিত সংস্থা। এরা বয়সভিত্তিক ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাকোয়াটিক চ্যাম্পিয়ানশিপ পরিচালনা করে যা ২০০৩ সালে ২৫ বছরে পড়ল। এদেরই আয়োজিত ভাগীরথী ব(৮১ কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতা বি্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা যা এবছর ৬০ বছরে পড়েছে।

হিন্দুস্থান সেবা সমিতি, সৈদাবাদ সবুজ সংঘ সেবা সমিতিঃ হিন্দুস্থান সেবা সমিতি, সৈদাবাদ সবুজ সংঘ সেবা সমিতি প্রভৃতি আরো কিছু সেবা সমিতি এবং নামে সেবা সমিতি না হয়েও নানা যুব সংগঠন বা ক্লাবের সেবা শাখা মৃতদেহ সৎকার , রোগীর সেবা ইত্যাদি কাজ করত। অধুনা এই ধরনের সংস্থাগুলির সত্রি(য়তা হ্রাস পেলেও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এখনও অল্পবিস্তর কাজ করে চলেছে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘ ঃ শতধা বিচ্ছিন্ন জাতির মধ্যে মিলন, ঐক্য ও সখ্য স্থাপনের মাধ্যমে এক অখণ্ডশক্তি(শালী সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ সৃষ্টি করেন 'ভারত সেবাশ্রম সঙঘ'। এর শাখা সংগঠন রূপে 'হিন্দু মিলন মন্দির' গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। মিলন মন্দির হল মিলন কেন্দ্র, সংগঠন কেন্দ্র, সেবা কেন্দ্র, জ্ঞান ও শক্তি(কেন্দ্র - এক কথায় মানুষের জীবন কেন্দ্র। আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে নির্মিত হয় বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস, চিকিৎসালয়, ব্যায়ামশালা প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান।

মুর্শিদাবাদ জেলাতে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর ভাবনা ও চিন্তা বাস্তব রূপ পায় ১৯৬৮ সালে ঔরঙ্গাবাদে 'হিন্দু মিলন মন্দির' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। ১৯৭১ সালে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ যিনি তৎকালীন ঔরঙ্গাবাদ শাখার অধ্য(, ' ভারত সেবাশ্রম সঙঘ' এর বর্তমান সহ সম্পাদক, তাঁরই সুদ(পরিচালনায় 'হিন্দু মিলন মন্দির' 'ভারত সেবাশ্রম সঙঘ'এ পরিণত হয়। এই শাখায় ১৯৭৬ সালে শি(া বিস্তার কল্পে 'প্রণবানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্র ও যুবকদের বলিষ্ঠ শরীর গঠনের জন্য ব্যায়ামাগার ও হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়। এই শাখার অধীনে ঝাড়খন্ড রাজ্যের পাকুড় জেলাতেও একটি অনাথ আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৭৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী (বাংলা ২০শে মাঘ, ১৩৮১) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বেলডাঙ্গা হিন্দু মিলন মন্দির'। বর্তমানে এটি ভারত সেবাশ্রম সঙঘ বেলডাঙ্গা নামে পরিচিত। স্বামী দ্বারকানাথ দেব তপস্বীর প্রতিষ্ঠিত বেলডাঙ্গা 'ব্রহ্মাচার্যশ্রম'টি 'ভারত সেবাশ্রম সঙঘ' কে হস্তান্তরিত করার দিনটিই মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ। এখানে এক আশ্রমিক পরিবেশে রবীন্দ্র ভাবাদর্শ অনুসারে সুকুমার-মতি বালক বালিকাদের মধ্যে শ্রদ্ধা, নীতিশি(া, সদাচার, ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও অনুশীলনের দ্বারা তাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ সালের ২৪ শে জানুয়ারী স্থাপিত হয়েছিল 'প্রণব ভারতী' । ১৯৮৯ সালের ২৬ শে মে প্রণব ভারতীর স্থায়ী ভবন হয়। বর্তমানে তার ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৭০০।

ভারত সরকারের 'আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রক' কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প হিসাবে বেলডাঙ্গা আশ্রমের উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া ১০ বিঘা জমির উপর আশ্রমের প্রত্য(পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় ২২৫ জন আদিবাসী ছাত্র বিনা অর্থব্যয়ে আদিবাসী ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। ১৯৯৯ সালে ছেলেদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্রণবানন্দ আদিবাসী আবাসিক বিদ্যালয়'। সেখানে বর্তমানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া জায়গায় নবগ্রাম থানার চানকে ২৮০ জন আদিবাসী মেয়ে সহ ছাত্রী নিবাস ও বিদ্যালয় সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত এবং সাগরদীঘি থানার সাহাপুরে ১২৫ জন আদিবাসী ছাত্র নিয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি বিদ্যালয়েই ছাত্র - ছাত্রীদের কৃতিত্ব ও সাফল্য আজ দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এই প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে নবগ্রাম থানার চয়ননগর, চানক এবং সাগরদীঘি থানার সাহাপুরে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় দরিদ্র, দুস্থ ও রোগাত্র(াস্ত আদিবাসী জনগণের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকগণ ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োজিত। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'প্রণব শিশু উদ্যান', মা, শিশু কিশলয়দের কলকাকলিতে যা মুখরিত। শরীরচর্চার মাধ্যমে জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি(সমৃদ্ধ ' প্রণবানন্দ ব্যায়ামাগার'। ভারত সেবাশ্রম সঙঘ, বেলডাঙ্গা শাখার অধ্য(স্বামী প্রদীপ্তানন্দজীর নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায়, তাঁর প্রত্য(পরিকল্পনা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ভারত সেবাশ্রম সঙঘ, বেলডাঙ্গা শাখা আজ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত।

ভারত সরকারের অর্থানুকুল্যে ও তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহৃদয়তায় ভাগীরথী তীরে ফরাক্কায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ' ফরাক্কা শাখা। সেখানে একটি আশ্রমিক বিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে আদিবাসী ছাত্রাবাস চলছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুরে 'তারা (্যাপার আশ্রম' রূপে পরিচিত আশ্রমটি 'হিন্দু মিলন মন্দির' রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানেও একটি আশ্রমিক বিদ্যালয় ও আদিবাসী ছাত্রাবাস চলছে।

সেবা, সমন্বয়, শান্তি, সংগঠন ও সম্প্রসারণ এই পঞ্চশীলের ব্রত নিয়েই অগ্রসরমান 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ'। আর্তের ত্রাণে শি(ার প্রসারে, শরীর চর্চার মাধ্যমে জাতিগঠনের কাজে এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে জেলার এক অগ্রণী প্রতিষ্ঠান।

মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান পরিষদ ঃ এই জেলার বিজ্ঞান আন্দোলনের পথিকৃৎ মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠাবর্ষ নিয়ে কিঞ্চিৎ বিতর্ক আছে। জেলা বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম মুখপত্র 'বিজ্ঞান বিচিত্রা' র একটি কপি থেকে দেখা যায় যে ১৯৭৩ সালে সেই মুখপত্র বেরিয়েছে এবং সেটিই প্রথম সংখ্যা নয়। এর থেকে ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে জেলা বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা ১৯৭২ সালের পরে তো নয়ই উপরন্তু কিছু আগে হলেও হতে পারে। সংগঠনের বর্তমান মুখপত্র 'এবং কি কে ও কেন' অনুযায়ী পরিষদের জন্মসাল ১৯৭২। জেলায় দরিদ্র ও নির(রের সংখ্যা যথেষ্ট বেশী হওয়ায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই এখানে কুসংস্কারের প্রভাব বেশী। জলপড়া, তেলপড়া, কবচ-মাদুলির রমরমা কারবার এ জেলায়। জন্মলগ্ন থেকেই পরিষদ এই সব কুসংস্কারের বি(দ্ধে লড়াই চালিয়ে আসছে । সভা সমিতি, প্রদর্শনী, সেমিনার, বিজ্ঞান মেলা সংগঠন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, মডেল তৈরী ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে কুসংস্কার দূর করে যুক্তি(বাদী মানসিকতা গড়ে তোলাই এদের ল(্য। জেলার প্রথম স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এরাই জেলার রাণীনগর-২ নং ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা যে আর্সেনিক দূষণে আত্র(ান্ত সে বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করে। বিজ্ঞানচেতনা বাড়াতে এদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'এবং কি কে ও কেন'র ভূমিকা অসামান্য।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ গড়ে ওঠে ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মুর্শিদাবাদ শাখাও জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনার প্রসারে নিরলস কাজ করে চলেছে। জেলা বিজ্ঞান পরিষদ এবং এদের কর্মকান্ড প্রায় একই ধরনের । একই মাধ্যম ব্যবহার করে এরা সাধারণের মধ্যে যুক্তি(বাদী মানসিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছে।

বিগত শতাব্দীর নব্বই - এর দশকে গড়ে ওঠে 'বিজ্ঞান ভাবনা' 'স্কাই ওয়াচারস অ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞানচেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্তি(বাদী মানসিকতা গড়ে তোলাই এদের ল(্য।

লালবাগের 'রাখালদাস রিসার্চ সেন্টার ফর এনভায়রণমেন্ট স্টাডিস', বহরমপুরের খাগড়ার 'দূষণবিরোধী মঞ্চ ইত্যাদি সংগঠন একই ল(্য কাজ করে চলেছে।

আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটি ঃ আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটি নামের একটি সংগঠন জেলার আর্সেনিক দূষণে আত্র(ান্ত মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে চলেছে। এরা পানীয় জল পরী(ার মাধ্যমে জলে আর্সেনিকের মাত্রা নির্ধারণ , মানুষদের বিকল্প উৎস ব্যবহারে উৎসাহিত করা, সার্বোপরি আর্সেনিক দূষণে আত্র(ান্ত মানুষদের সংগঠিত করার ল(্য কাজ করে চলেছে। সভা সমিতি প্রচার প্রদর্শনীই এদের মূল হাতিয়ার।

লায়ন্স ক্লাব ঃ ১৯১৭ সালে আমেরিকায় তৈরী হয়েছিল লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল। প্রতিষ্ঠাতা মেলভিন জোনস্-এর ল(্য ছিল প্রথম বি(্বযুদ্ধোত্তর অশান্ত পৃথিবীতে বি(্বভ্রাতৃত্বের বাতাবরণ তৈরী করা। সংগঠনের প্রায় ৮৫ বছরের বর্ণময় জীবনে মেলভিন জোনস-এর সেই স্বপ্নের অনেকটাই সফল হয়েছে। ১৯১৭ সালে রোপিত সেই চারাটি আজ মহী(হ। সারা পৃথিবীতে আজ লায়ন্স ক্লাবের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার, সদস্য সংখ্যা ২৫ লাখের উপর।

লায়ন্স ক্লাব অব্ বহরমপুর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালের ১৩ ই এপ্রিল। অধ্যাপক এন. দাশগুপ্তের উদ্যোগে সেদিন বহরমপুরে স্থাপিত হয়েছিল ৩২২ বি. নম্বর এই ক্লাবটি। জন্মলগ্ন থেকেই সংস্থাটি ত্রাণ ও সেবাকার্যে তাদের অসাধারণ নৈপুণ্যের নিদর্শন রেখেছে। এদের উদ্যোগে চালু আছে একটি লায়ন্স হোমিও ক্লিনিক, বহরমপুর লায়ন্স আই কেয়ার সেন্টার এবং বহরমপুর লায়ন্স অ্যালোপ্যাথি ক্লিনিক। বিভিন্ন সময়ে এরা স্বাস্থ্য পরী(া শিবিরের আয়োজন করে থাকেন। পঙ্গু ও বিকলাঙ্গদের কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রদান রয়েছে এদের কর্মসূচীতে। জনসাধারণ যাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পায় সেজন্য এরা নানা যায়গায় বসান নলকূপ, ব্যবস্থা করেন পানীয় জলের। রক্ত(দান কর্মসূচীরও অয়োজন করে থাকেন বহরমপুর লায়ন্স ক্লাব। ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কর্মসূচীতে নিযুক্ত(রয়েছে এদের অ্যাম্বুলেন্স।

লায়ন্স ক্লাব অব্ বহরমপুরের সমস্ত কাজেই সহযোগীর ভূমিকায় থাকে লায়নেস ক্লাব এবং লিও ক্লাব। দারিদ্র কবলিত বা দুর্গত এলাকায় আর্ত বা পীড়িত মানুষদের কম্বল, ধুতি-শাড়ি, ছোটদের পোশাক, দুধ বিতরণ করে থাকেন লায়নেস ক্লাব। পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির ল(্য কাজ করে লিও ক্লাব। মেলা, প্রদর্শনী বা বহু লোক যেখানে জড়ো হয় সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসারও ব্যবস্থা করে এই

লিও ক্লাব।

২০০২ সালের ২৮ শে মে তৈরী হয়েছে লায়ন্স ক্লাব অব্ বহরমপুর ভাগীরথী। বয়সে নবীন হলেও এরা ইতিমধ্যে সেবার কাজে তাদের দ(তা প্রমাণ করতে শু(করেছে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে এদের কাজ সুধীজনের নজর কেড়েছে। বহরমপুর নবদিশা এখন একটি পরিচিত নাম যার পেছনে রয়েছে লায়ন্স ক্লাব অব্ বহরমপুর ভাগীরথীর সাহায্য ও সহযোগিতা।

নেতাজী স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংস্থা ঃ বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষের দিকে গড়ে ওঠে নেতাজী স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সংস্থা। প্রাক স্বাধীনতা যুগের সেবা সমিতিগুলির কর্মকাণ্ডের নতুনতম রূপ দেখা গিয়েছিল এদের কাজে। এই সংগঠনের প্রাণপু(ষ ছিলেন শ্রী দেবব্রত বি(াস। তৎকালীন বহরমপুর শহরের প্রায় সকল ডাক্ত(ার ঐ সংস্থার গোরাবাজার নিমতলার কার্যালয়ে বসে বিনাপয়সায় রোগী দেখতেন। শুধু এই নয় ডাক্ত(ারদের কাছ থেকে সংগৃহীত 'ফিজিসিয়ানস্ স্যাম্পল' - ও রোগীদের দেওয়া হ'ত। এক কথায় এই সংস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ পেত গরীব মানুষেরা। বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে নিয়ম করে এখানে রোগী দেখতেন। প্রতিদিনই দুবেলা করে কোন না কোন ডাক্ত(ার এখানে বসতেন। এঁদের কার্যালয়ে নিয়ম করে রক্ত(দান শিবিরের আয়োজন করতেন এঁরা। সংস্থার ত্র(মবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ইর্ষান্বিত একদল দুস্কৃতীর হাতে ১৯৮৪ সালের ১৪ই নভেম্বর শ্রী বি(াস নিহত হন এবং একদা জেলার গর্ব এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়।

শহীদ (দিরাম পাঠাগার ঃ ১৯৮২ সালে গড়ে ওঠে গোরাবাজার শহীদ (দিরাম পাঠাগার। নামে পাঠাগার হলেও এঁদের উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের পাঠাগার তৈরী ও দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে টিউশন প্রদান। এজন্য তাঁরা স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শি(কদের কাছে প্রকাশকদের তরফে পাঠানো নমুনা পুস্তক সংগ্রহ করে তা দিয়ে পাঠাগার তৈরী করেন। ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য সারাবছরের জন্যও বই দেওয়া হত। শর্ত থাকত পাশ করার পর সেই বই আবার ফেরৎ দিতে হবে। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে পাঠাগারটি এই সব কাজের পাশাপাশি স্বাস্থ্য(ত্রেও নিজেদের কাজকর্ম প্রসারিত করে। রক্ত(বন্ধন কর্মসূচীর মাধ্যমে একদল স্বেচ্ছাসেবী রক্ত(দাতা গড়ে তোলা এদের বড় কাজ। যে কোন ব্যক্তি((বা তার পরিবারের কেউ) ভবিষ্যতে প্রয়োজনে রক্ত(দানের অঙ্গীকার করে এদের কাছ থেকে যে কোন গ্রুপের রক্ত(, তা যত বিরল গ্রুপেরই হোক না কেন, পেতে পারেন। এদের সদস্যদের মধ্যে সব গ্রুপের রক্ত(দাতা আছেন। প্রয়োজনের সময় এরা রোগীর সঙ্গে সেই নির্দিষ্ট গ্রুপের কোন রক্ত(দাতার যোগাযোগ করিয়ে দেন এবং রক্ত(দাতা গিয়ে রোগীকে রক্ত(দিয়ে আসেন। দরিদ্রদের বস্ত্র, শীতবস্ত্র প্রদান শিবির, চ(ছানি অপারেশন শিবির, রক্ত(দান শিবির, রক্তে(র গ্রুপের নির্ণয় শিবির এরা সংগঠিত করে থাকেন। ২০০১ - ০২ আর্থিক বর্ষে এরা মোট ৫টি চ(ছানি অপারেশন শিবির পরিচালনা করেছেন। শহরের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত এই শিবিরগুলিতে মোট ২১৮ জন রোগীর ছানি অপারেশন করা হয়েছে। থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য এরা নিয়মিত ভাবে রক্ত(দান শিবিরের আয়োজন করে থাকেন। ঐ আর্থিক বৎসরে ৭টি এরকম শিবিরে মোট ২৮৭জন রক্ত(দাতা রক্ত(দান করেছেন। ২০০১ সাল থেকে জেলার ৩৭জন থ্যালাসেমিয়া আত্র(ান্ত রোগীর জন্য প্রতিমাসে একবোতল করে রক্তে(র যোগান এরাঁ সুনিশ্চিত করেছেন। ঐ আর্থিক বৎসরে এরাঁ মোট ৩৫০ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক দিয়েছেন। বহরমপুর সদর হাসপাতালের সহায়তায় প্রতি দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে এঁদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে (৩৯/১ রাধাবল্লভ পাড়া লেন, খাগড়া) শিশুদের 'টীকাকরণের'- এর কাজও করা হয়। ১-৫ বছর বয়সী শিশুদের পাল্‌স পোলিও বা যক্ষ্মা রোগীদের জন্য প্রত্য(নজরদারীর ভিত্তিতে চিকিৎসা (Direct Observation Treatment) 'ডট' (DOT) নামে পরিচিত, তার কাজও এরা করে চলেছেন। ১৯৯৯ সাল থেকে চালু হয়েছে এদের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। রয়েছে ৮টি অক্সিজেন সিলিন্ডারও। সারা বৎসর ধরে এরা এই পরিষেবাগুলি দিয়ে থাকেন।

মুর্শিদাবাদ আই কেয়ার অ্যান্ড ডোনেশান সেন্টার ঃ ১৯৯৬ সালের ৫ই এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় (দিরাম পাঠাগারের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন মুর্শিদাবাদ আই কেয়ার অ্যান্ড ডোনেশান সেন্টার। কলকাতার ইন্টারন্যাশনাল আই ব্যাঙ্ক এদের অনুমোদন দিয়েছেন। ঐ বছরের ১২ই ডিসেম্বর এঁরা জেলা থেকে প্রথম চোখ সংগ্রহ করেন। ৭৫, ললিত সেন রোডের বাসিন্দা মৃত অজিত চত্র(বর্তীর চোখ দুটি দান করেন তাঁর পরিবারের লোকেরা। ৩০ শে জুন ২০০৩ পর্যন্ত এরা সংগ্রহ করেছেন মোট ৯৪ জোড়া চোখ। ২০০২-২০০৩ আর্থিক বর্ষেও এরা ১৭ জোড়া চোখ সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে ৯ জোড়া চোখ দেওয়া হয়েছে ব্যারাকপুরের দিশা চ(হাসপাতালে এবং বাকী ৮ জোড়া চোখ দান করা হয়েছে 'রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব্ অপথ্যালমোলজি' মেডিকেল কলেজ, কলকাতাকে। ২০০২ সালের ১লা আগষ্ট 'আই ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এদের আজীবন সদস্যপদ দিয়েছে।

সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশন ঃ সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশনের মুর্শিদাবাদ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। প্রথমে ভ্রাতৃসংঘের পাশে 'নাগ অ্যাণ্ড কোম্পানীর' বাড়ীতে ছিল সংগঠনের জেলা শাখার কার্যালয়। ১৯৮২ সালের

১৩ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে নামমাত্র মূল্যে .০৬ শতক জমি দেন। ১৯৮৩ সালের ১৮ই জানুয়ারী শিলান্যাস হয় অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব ভবনের । নানা প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তি(বর্গের আর্থিক সহায়তায় অ্যাসোসিয়েশনের ভবন নির্মাণের কাজ আংশিক ভাবে শেষ হয়। ১৯৮৭ সালের ১৫ই আগষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্যাথলজিক্যাল বিভাগ 'লীলাবতী বাগচী প্যাথলজিক্যল ল্যাবরেটরী'র উদ্বোধন হয়। ১৯৮৮ সালের ১৯ শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল অধ্যাপক নু(ল হাসান সেন্ট জন ভবনের অনুষ্ঠানিক দ্বারোদঘাটন করেন। রাজ্যপালের বোন ঐ ভবনে একটি স্থায়ী ইমুনাইজেশান কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেন। একতলার গৃহনির্মাণ ও লীলাবতী বাগচী প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী তৈরীর আর্থিক দায়ের সিংহভাগ বহন করেন যথাত্র(মে শ্রী নন্দ কুমার বসু ও শ্রী কমলেন্দু বাগচী মহাশয়। শ্রী বসুর প্রয়াত পিতা মাতার নামে সেন্ট জন ভবনের হলঘরটির নামকরণ হয় 'বিভুদাচরণ সরোজিনী বসু মেমোরিয়াল হল' এবং শ্রী বাগচীর মায়ের নামে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীর নামকরণ হয় লীলাবতী বাগচী প্যাথলজিক্যাল সেন্টার। পরবর্তীকালে শ্রী বাগচীর অর্থানুকূল্যে তাঁর পিতার স্মৃতির(ায় দোতলায় তৈরী হয় 'সুধাংশুশেখর বাগচী লেকচার থিয়েটার'। ১৯৯০ সালের ৯ই ডিসেম্বর ঐ হলের উদ্বোধন করেন তৎকালীন জেলা শাসক শ্রী এ.এস. লাম্বা।

১৯৮২ সালের ৭ই মে অ্যাসোসিয়েশন একটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র যুক্ত(অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান পায়। ১৯৯৩ সালে ১লা জুলাই 'বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ জনকল্যাণ ট্রাস্ট'- এর অর্থানুকূল্যে অ্যাসোসিয়েশন আরেকটি অ্যাম্বুলেন্স পায়। অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় অ্যাম্বুলেন্সটি পাওয়া যায় রাজ্যসভার সাংসদ জয়ন্ত রায়ের সাংসদ কোটা থেকে । বর্তমানে তিনটি অ্যাম্বুলেন্সের পরিষেবাই জনগণ পেয়ে থাকেন । লীলাবতী বাগচী প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে প্রায় সব রকমের প্যাথলজিক্যাল পরী(া স্বল্পমূল্যে করা হয়। এছাড়াও সংস্থাটি প্রাথমিক চিকিৎসা, হাইজিন অ্যান্ড স্যানিটেশন, মাদার ত্র(্যাফট অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার , ব্রতচারী ইত্যাদি বিষয়ে প্রশি(ণ দিয়ে থাকে।

সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স বিগ্রেড ঃ সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স বিগ্রেড ও ১৯৮২ সাল থেকে মুর্শিদাবাদে কাজ করে চলেছে। স্বাস্থ্য , শি(া, স্যানিটেশন ইত্যাদি নানা (ে ত্রে এদের কর্মকান্ড বিস্তৃত । আর্ত বা বিপন্নের সেবায় বিগ্রেড অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোম ঃ ডাঃ অ(ণ সেনের মানসপুত্র স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোম- এর জন্ম হয় ১৯৫২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর। ঐ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে জেলায় হোমের একটি জেলা শাখা গড়ার প্রস্তুতি চলতে থাকে । দীর্ঘ প্রস্তুতি পর্বে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিত্র(ম করে ১৯৭৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোম কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হ'ল। উদ্বোধক ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প(শ্রী মেঘনাদ ভট্টাচার্য এবং উদ্বোধনী সভার পরিচালিকা ছিলেন কাশী(েরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শি(কা শ্রীমতী অপরাজিতা দাশগুপ্ত।

প্রথমে স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোমের সদস্যপদ গ্রহণ করে জেলার মাত্র চারটি স্কুল— মণীন্দ্রনগর উচ্চবিদ্যালয়, মণীন্দ্রনগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নিমতলা ও হাতীনগর উচ্চ বিদ্যালয় । হোমের প্রথম ক্লিনিকও স্থাপিত হয়েছিল মণীন্দ্রনগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শি(কাদের পরিত্যক্ত(কোয়ার্টারে । স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোমের প্রথম সভাপতি ও আহ্বায়ক ছিলেন যথাত্র(মে তদানীন্তন জেলাশাসক শ্রী অশোক গুপ্ত ও শ্রী প্রভাত রায়চৌধুরী এবং প্রথম মেডিকেল অফিসার নির্বাচিত হন ডাঃ ফনীন্দ্রনারায়ণ ধর।

এর পর প্রাথমিক অনীহা কাটিয়ে শহরের স্কুলগুলিও ধীরে ধীরে স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোমের সদস্যপদ নিতে থাকে এবং ত্র(মবর্দ্ধমান কাজের চাপ সামলাতে ১৯৭৯ সালের শেষে জেলা কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় বহরমপুরে । কাশী(েরী বালিকা বিদ্যালয়ের বারান্দা-সংলগ্ন একটি ঘরে স্থাপিত হয় হোমের জেলাকেন্দ্র ও ক্লিনিক। ১৯৮০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হ'ল জেলা কেন্দ্রের।

১৯৮২-৮৮ কালপর্বটি এই সংস্থার ইতিহাসে এক সংকটের কাল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গাইড লাইন অনুযায়ী পরিচালক সমিতি পুনর্গঠিত হ'ল। জেলাশাসক আর সভাপতি থাকলেন না। ঐ সময়েই কাশী(েরী স্কুলের কর্তৃপ(হোমকে তাদের ঘর ছেড়ে দিতে বললেন। তখন সরকারের কাছে খাস জমি চেয়ে দরখাস্ত করা হয়। জেলাশাসকের ব্যক্তি(গত উদ্যোগে ভূমি রাজস্ব দপ্তরের ২৬.৩.০৯ তারিখের চিঠিতে গড় বহরমপুর মৌজার ৫৪১ দাগে .২২ শতক জমি ১০ বছরের পরিশোধযোগ্য ২০হাজার টাকার সেলামী এবং বার্ষিক এক টাকা খাজনায় পাওয়া গেল । ১৯৯০ সালের ১০ই ডিসেম্বর ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রী বিনয় চৌধুরী প্রস্তাবিত স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোমের ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন । ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে ক্লিনিক সহ ভবনের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোমের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ দীপক চন্দ্র। প্রথমদিকে ছাত্র রোগীদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের চেম্বারে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হ'ত। নিজস্ব ভবন নির্মাণের পর সং(-ষ্ট ডাক্ত(ারেরা ক্লিনিকে এসে নিজ নিজ নির্দিষ্ট দিনে বসতে শু(করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সহৃদয় ব্যক্তি(বর্গ ক্লিনিকের প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম দান করেন। ছাত্রছাত্রীদের সংগৃহীত অর্থে কেনা হ'ল এক্স-রে মেসিনও । মেরী ইমাকুলেট স্কুলের ছাত্র ছাত্রী ও শি(ক-

শি(কারা ফাদার যোসেফ মরোর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একল(টাকা দান ক'রে এক্স-রে ক্লিনিকের জন্য ঘর নির্মাণ করে দিলেন।

নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই ত্র(মবর্ধমান সদস্য সংখ্যার চাপে স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোমের কর্মকান্ড বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে । শেষ পর্যন্ত ১৯৯৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী জিয়াগঞ্জে দুর্গাপদ সিংহ ক্লিনিক, ১৯৯৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর রঘুনাথগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্র, ১৯৯৮ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর কান্দী আঞ্চলিক কেন্দ্রের ও ১৯৯৯ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ডোমকল আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ক্লিনিকের উদ্বোধন হ'ল।

স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোমের ক্লিনিকে অজস্র ছাত্রছাত্রী নিয়মিত চিকিৎসা পেয়ে আসছেন। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ক্লিনিকের পরামর্শ ও চিকিৎসাও পেয়ে থাকে ছাত্ররা। ছাত্র সদস্যরা বার্ষিক ৪ টাকা সদস্য চাঁদার বিনিময়ে নামমাত্র মূল্যে নানা পরী(া নিরী(া ও চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় ছাত্র হাসপাতালে ভর্তির প্রারম্ভিক খরচ ২৫ টাকা ও পরবর্তীতে দৈনিক ১০ টাকা করে। শুধুমাত্র বহরমপুর স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোম ক্লিনিকে ২০০০ সাল পর্যন্ত চিকিৎসা হয়েছে ৪৯,৯২৬ জন ছাত্র ছাত্রীর। (বিভিন্ন বিভাগীয় রোগীর সংখ্যা (ক) চ(- ৩৯০৭ (খ) নাক-কান-গলা - ৩৫৯২ (গ) দাঁত - ১৯৬৮ (ঘ) শল্য চিকিৎসা - ২৩৬৩ (ঙ) ত্বক - ৪১৬৯ (চ) মানসিক - ১২৯১ (ছ) হৃদযন্ত্রসংত্র(ান্ত - ৭০৮ (জ) শ্বাসযন্ত্র সংত্র(ান্ত - ৭১৭৩ (ঝ) পেটের অসুখ - ১০৪৪৫ জন (এ( ) সংত্র(ামক ব্যাধি - ৫৭৯৬ (ট) স্ত্রী রোগ - ৮৩৫ (ঠ) অন্যান্য - ১৯৩১) স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের চেম্বারে ও কলকাতার কেন্দ্রীয় ক্লিনিক ও হাসপাতালে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাত্র(মে ৪৭২২ ও ১৪২৪ জন । ছাত্র ছাত্রীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া ছাড়াও এরা নানারকম ে(ত্রসমী(ার মাধ্যমে রোগ সংত্র(মণ ও তার প্রকোপের তথ্য তুলে আনছেন। সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করেছেন রক্ত(দানের মতো মানবসেবায়। জেলার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সম্‌হের অন্যতম পুরোধা এই স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোম।

রেডত্র(শ সোসাইটি ঃ ১৮৬৩ সালে হেনরি ডুনান্টের পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক রেডত্র(শ কমিটির জন্ম হয় জেনিভায়। তার ৫৮ বছর পরে ১৯২১ সালে গঠিত হয় ভারতীয় রেডত্র(শ সমিতি। ঐ একই বছরে ভারতীয় রেডত্র(শ সোসাইটি -র বঙ্গদেশ (অখন্ড বঙ্গ) শাখা তাদের যাত্রা শু(করে । রেডত্র(শ সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার জন্ম ১৯৪৬ সালের ১১ই আগষ্ট । তদানীন্তন জেলা শাসক বি জি রাও , মোহনলাল জৈন, সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ প্রমুখেরা ছিলেন সেই কর্মকাণ্ডের উদ্যোত্ত(াদের অন্যতম। ১৯৫৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী খাগড়ার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী গু(দাস আঢ্যর দান করা জমির উপরে জেলা রেডত্র(শ ভবনের শিলান্যাস করেন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

রেডত্র(শ সোস্‌াইটির জেলা শাখা জন্মলগ্ন থেকেই আর্তের সেবায় নিজেদের সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়েছে । সকলের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবার জন্যও তাদের প্রচেষ্টা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জেলার প্রত্যন্ত প্রান্তে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবার ল(্যে ১৯৮০ সালের ২৩ শে জানুয়ারী ভাড়া বাড়ীতে চালু হয় ঝিলেরা রেডত্র(স হাসপাতাল। বড়এ(া থানার ঐ প্রত্যন্ত গ্রামে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নিজস্ব ভবনের শিলান্যাস করেন পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং । বর্তমানে নানা প্রশাসনিক জটিলতায় এই হাসপাতালটির কাজ সুষ্ঠু ভাবে চলছে না তবে মাঝে মাঝেই রেডত্র(শ সোসাইটি এখানে ক্যাম্প করে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলায় রেডত্র(স সোসাইটির চারটি ওয়্যারহাউস রয়েছে। বর্ধমান, মেদিনীপুর, ও জলপাইগুড়ির সাথে মুর্শিদাবাদেও আছে রেডত্র(শের ওয়্যারহাউস । প্রাকৃতিক দুর্যোগ - প্রবণ মুর্শিদাবাদে এই ওয়্যারহাউস থাকায় জেলাবাসীর যথেষ্ট উপকার হয়েছে। যখনই কোন দুর্যোগ দুর্বিপাক এসেছে রেডত্র(শের স্বেচ্ছাসেবীরা খাদ্য , ত্রিপল, ওষুধ নিয়ে পৌঁছে গেছেন দুর্গতদের পাশে। বন্যায় (তিগ্রস্থ বা নদীর ভাঙনে বিপর্যস্ত দুর্গত মানুষেরা পেয়েছেন রেডত্র(শের সাহায্য। সেবার অতীত ঐতিহ্য নিয়ে আজো সমান সত্রি(য় ভারতীয় রেডত্র(শ সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা।

মীর্জাপুর নবভারত মিশন ঃ মীর্জাপুর নবভারত মিশন ১৯৭৩-৭৪ সালে নিবন্ধীকৃত হয় এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসাবে জেলায় কাজ শু(করে। কান্দী, বহরমপুর, ভরতপুর-১, ভগবানগোলা ১ও২, জলঙ্গী , রাণীনগর ১ও২ হরিহরপাড়া এবং রঘুনাথগঞ্জ ১ও২ নং ব্লকে এদের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত। ধোঁয়াহীন চুল্লী ব্যবহারে উৎসাহদান, অচিরাচরিত শি(া, স্বাস্থ্যবিধান, এইডস সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি নানা ে(ত্রে এদের কর্মকান্ড বিস্তৃত।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনারস্ ফোরাম ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনারাস্ ফোরাম এর জেলা শাখা জেলায় রক্ত(দান বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। এছাড়া স্বাস্থ্য, শি(া , এইডস সচেতনতা, সিবি ডট্‌স ইত্যাদি ে(ত্রেও এঁদের কর্মকা প্রসারিত হয়েছে ।

'ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনারস্ অ্যাসোসিয়েশনও জেলায় তাঁদের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করেছে।

দূরবীন ঃ দূরবীন - এ সোসাইটি ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট নামক সংস্থাটি হরিহরপাড়া এলাকায় কাজ করে চলেছে। সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও যুক্তি(বাদী মানসিকতা গড়ে তোলার ল(্যে এদের প্রয়াস প্রশংসার দাবী রাখে।

পলসা পল্লী উন্নয়ন সমিতি ঃ নবগ্রাম ব্লকের পলসা পল্লী উন্নয়ন সমিতি বিগত শতাব্দীর ৭০/৮০ এ'র দশক থেকেই নানা সামাজিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, যুক্তি(বাদী মনন তৈরী, শরীর চর্চা, ত্রে(শ পরিচালনা ইত্যাদি নানান (্ত্রে এদের কর্মকান্ড প্রসারিত।

গামিলা নবীন সংঘ ঃ লালগোলা ব্লকের গামিলা নবীন সংঘ বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত(। ইমুনাইজেসান, ধোঁয়াহীন চুল্লীব্যবহারে উৎসাহদান, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান, শরীরচর্চার মাধ্যমে সমাজ গঠন ইত্যাদি নানা (্ত্রে এদের কর্মকাণ্ড প্রসারিত।

সেবাব্রত ঃ সেবাব্রত রামকৃষ্(মিশনের সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং এদেরই সহযোগী প্রতিষ্ঠান। বেলডাঙ্গা ১নং ব্লকের মূল কেন্দ্র (সারগাছি/বৈরগাছি) থেকে এরা এদের সেবামূলক কাজকর্ম চালিয়ে থাকে। শি(া, স্বাস্থ্য, স্বল্পমূল্যের শৌচাগার-নির্মাণের মধ্যে দিয়ে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান, অল্প খরচে বিজ্ঞানসম্মত পাকা বাড়ী নির্মাণ, ধোঁয়াহীন চুল্লি ব্যবহারে উৎসাহদান, অচিরাচরিত শক্তি(র উৎসের ব্যবহার ইত্যাদি নানা (্ত্রে এদের কর্মকাণ্ড প্রসারিত।

বহরমপুর নাগরিক সমিতি ঃ বহরমপুর নাগরিক সমিতি নাগরিক জীবনের মানোন্নয়নের ল(্যে নিরলস কাজ করে চলেছে। শি(া ও স্বাস্থ্য(্ত্রে এদের কর্মকাণ্ড প্রসারিত।

প্রাক্ত(নী ঃ 'প্রাক্ত(নী' কৃষ(নাথ কলেজের প্রাক্ত(ন ছাত্রছাত্রী কলেজের সঙ্গে যুক্ত(শি(ক-অশি(ক কর্মীদের প্রতিষ্ঠান। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে নানা প্রতিযোগিতামূলক পরী(ার প্রশি(ণ দিয়ে তাদের জীবিকার্জনের পথ করে দেওয়া, প্রাক্ত(নীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরী(া ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নানা (্ত্রে এদের কর্মকাণ্ড প্রসারিত।

সুপ্রভা পঞ্চশীলা মহিলা উদ্যোগ সমিতি ঃ সুপ্রভা পঞ্চশীলা মহিলা উদ্যোগ সমিতি ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে নিবন্ধীকৃত হয়ে জেলায় কাজ শু(করে। এদের চেতনা ইউনিট মূলত মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কাজ করছে। এছাড়াও মহিলা উন্নয়নের কাজেও এদের অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বহরমপুর প্রবীণ সভা ঃ বহরমপুর প্রবীণ সভা গড়ে ওঠে ১৯৯৪ সালে। ১৯৯৬ সালে এটি নিবন্ধীকৃত হয়। মূলত অশক্ত(প্রবীণদের সংগঠিত করে তাদের জীবনযাত্রাকে কিছুটা সহজ করে তোলাই এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে এঁরা বছরে দুটি স্বাস্থ্য পরী(া শিবির সংগঠিত করেন। এঁদের পরিচালনায় চালু আছে দুটি ডে কেয়ার সেন্টার এবং একটি প্রবীণাবাস । বহরমপুর শহরের উল্টোদিকে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে মনোরম পরিবেশে স্থাপিত এঁদের প্রবীণাবাসটিই জেলার প্রথম প্রবীণাবাস। এঁদের অ্যাম্বুলেস পরিষেবাও রয়েছে। রয়েছে তিনটি অক্সিজেন সিলিন্ডারও। প্রবীণদের জীবনের মানোন্নয়নে এঁরা নিরলস কাজ করে চলেছেন। গোধূলিবেলা নামে এদের একটি ত্রৈমাসিক মুখপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে।

নেহ(যুবকেন্দ্র ঃ নেহ(যুবকেন্দ্র সংগঠন ভারত সরকারের যুব - বিষয়ক ও ত্রী(ড়া মন্ত্রকের অন্তর্গত একটি স্ব-শাসিত সংস্থা। এই সংগঠনের জেলাস্তরের দপ্তর এই দেশের প্রায় ৫০০ জেলায় ছড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিককে জেলা যুব সমন্বয়কারী নামে অভিহিত করা হয়। অবে(ণ, সতর্কীকরণ ও মূল্যায়নের জন্য, এই সংগঠনের প্রাদেশিক সমন্ব য় অধিকারিকগণ এবং অঞ্চলিক আধিকারিকদের শীর্ষে রেখে যথাত্র(মে বিভিন্ন দপ্তর ও আঞ্চলিক দপ্তর আছে।

নেহ(যুবকেন্দ্র সংগঠন এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের বৃহত্তম তৃণমূল স্তরের সংস্থা, ১.৮১ ল('ইউথ ক্লাব' নামক গ্রাম ভিত্তিক সংস্থার অন্তর্গত ৬.৪ কোটি গ্রামীণ যুবতী ও যুবকদের প্রয়োজনীয় বস্তু এই কেন্দ্র সরবরাহ করে।

গ্রামীণ সমাজের সর্ব প্রকারের উন্নতির জন্য যেমন স্বাস্থ্য,পরিবার কল্যাণ, এইচ-আই-ভি, এড্স প্রতিরোধ, ড্রাগের অপব্যবহার, মহিলাদের (মতাপ্রদান, লিঙ্গ - সংবেদনশীলতা, বয়স্ক শি(া, পরিবেশ, সমাজিক অপরাধের সমূলে ধ্বংস এবং অন্যান্য উন্নতিমূলক কার্যকলাপের জন্য শি(ণ, প্রশি(ণ, চাকুরীসংত্র(ান্ত উন্নতি, সচেতনতা সৃষ্টি - এইসব কর্মকাণ্ড এলাকার গ্রামগুলিতে সঠিক মূল্যায়ন, স্বচ্ছ দৃষ্টি ও স্বেচ্ছাপ্রদত্ত কর্মের উপর জোর দিয়ে নেওয়া হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হ'ল দেশের গ্রামীণ যুবক /যুবতীদের আধুনিক প্রাযুক্তি(ক ভারতবর্ষের সত্রি(য় যোগদানকারী, দায়িত্ববান এবং সৃজনশীল নাগরিক হিসাবে জাতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতে সামিল করা। পরিণতি স্বরূপ, এই সব কর্মকাণ্ডের সঠিক রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে আজ নেহ(যুবকেন্দ্র শুধুমাত্র একটি সংস্থাতে নয়, একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

এই সংস্থা এ জেলায় ১৯৭২ সাল থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মকাণ্ড রূপায়ণের জন্য নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। এই সংস্থার জেলা যুব সমন্বয় আধিকারিকের প্রশি(ত জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক গোটা জেলায় ছড়িয়ে আছে। এই সংস্থার মূল শক্তি(হ'ল গ্রামের (তৃণমূল স্তরের) ৭০০ ইউথ ক্লাবের বিশাল পরিকাঠামো। নেহ(যুবকেন্দ্রের নেতৃত্বে এই সব গ্রামভিত্তিক সংস্থাগুলি নিজেদেরকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে তারা আজ নিজেদের গ্রামগুলিতে আর্থ - সামাজিক, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের (্ত্রে একই সঙ্গে শক্তি(শালী গোষ্ঠী এবং পরিবর্তনকারী শক্তি(হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। এছাড়াও, তারা সমাজ-নিরী(ক হিসাবে গ্রামীণ জীবনে এক গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বস্তুতঃ এই সমস্ত ইউথ ক্লাবগুলি বর্তমানে সত্রি(য় কার্যকরী গোষ্ঠীতে

পরিণত হয়েছে।

বেকারত্ব, নির(রতা, ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পরিবেশ-হানি, ড্রাগ ও মদ্যের অপব্যবহার, এইচ-আই-ভি- এড্‌স, আর্থ সামাজিক শারীরিক ও মানসিক শোষণ, সন্ত্রাসবাদ, আঞ্চলিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতা, আমোদ - প্রমোদ ও বিনোদনের সুযোগাভাব এই সমস্ত উন্নয়ন বিরোধী বিষয়গুলি প্রত্য(বা পরো(ভাবে গ্রামীণ যুবজনতার উন্নতি সাধনে বি(দ্ধ প্রভাব বিস্তার করছে।

যুবজনতা একাধারে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরী পরিবর্তনের (ে ত্রে উন্নতির এক মানবিক সূত্র, অন্যধারে মূল শক্তি(। তাঁদের মানসিক চিন্তাধারা, আদর্শ অফুরন্ত প্রাণশক্তি(এবং স্বচ্ছ দৃষ্টি নিজস্ব অধিষ্ঠানগত সমাজগুলির ত্র(মান্বয় উন্নতিসাধনে ভীষণ জ(রী। আজকের যুবসমাজ প্রতিনিয়ত যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলোর মূলোৎপাটন করা খুবই জ(রী। গ্রামীণ উন্নয়নের (ে ত্রে, জীবনের মানোন্নয়নের জন্য নেহে(যুব কেন্দ্রের সঠিক নেতৃত্ব জেলার যুবসমাজকে সেই পথেই চালিত করছে।

ঝুনকা প্রতিবন্ধী আলোক নিকেতন (বেলডাঙ্গা) ঃ এটি জনশি(া প্রসারণ দপ্তর কতৃক স্বীকৃত সামাজিক প্রয়োজন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। বেলডাঙ্গার ঝুনকা গ্রামে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি মূলত দৃষ্টিহীন কিশোর কিশোরীদের শি(া দিয়ে থাকে। ২০০০ - ০১ শি(া বর্ষে প্রতিষ্ঠানটিতে ৪০ জন ছাত্র ও ১৭ জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল।

চাতরা শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং সমাজকল্যাণ বিদ্যালয় ঃ রাণীনগর ১ নং ব্লকের চাতরা গ্রামে এই প্রতিষ্ঠান জনশি(া প্রসারণ দপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। দৃষ্টিহীন, মূক ও বধির এবং মানসিক প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের এখানে শি(া দেওয়া হয়। ২০০০ - ০১ আর্থিক বর্ষে এখানে ছাত্র ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা নিম্নরূপ

প্রতিবন্ধীতার ধরণ	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
দৃষ্টিহীন	৫৮	৪৬	১০৪
মূক ও বধির	৩৬	২০	৫৬
মানসিক প্রতিবন্ধী	৪৮	৬	৫৪

সুপ্রভা পঞ্চশীলা মহিলা উদ্যোগ সমিতি (চেতনা ইউনিট) ঃ বহরমপুরের সুতীর মাঠস্থিত এই সমিতিটি মূলত মানসিক প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কাজ করছে। বর্তমানে ৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে এরা পাঠদান করছে। প্রতিষ্ঠানটির স্বীকৃতিদানের বিষয়টি এখনও পশ্চিমবঙ্গ জনশি(া প্রসারণ অধিকর্তার বিবেচনাধীন।

প্রথাবহির্ভূত শি(া প্রতিষ্ঠান ঃ মীর্জাপুরের নবভারত মিশনের প্রত্য(তত্ত্বাবধানে বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির অধীন বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫০ টি প্রথাবহির্ভূত শি(া দান কেন্দ্র চালু আছে। জনশি(া প্রসারণ আধিকারিক কর্তৃক অনুমোদিত এই শি(া দান কেন্দ্রগুলি যে যে গ্রামপঞ্চায়েতে অবস্থিত সেগুলি হল - (ক) হরিদাসমাটি গ্রাম পঞ্চায়েত, (খ) ভাকুড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, (গ) গু(দাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, (ঘ) নওদা-পানুর গ্রাম পঞ্চায়েত, (ঙ) মণীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, (চ) রাধারঘাট - ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, (ছ) রাধারঘাট - ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, (জ) রাজধর পাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত।

শ্রীরামকৃষ(সত্যানন্দ আশ্রমের প্রস্তাবানুযায়ী কান্দী পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা এবং ভরতপুর - ১ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় অনুরূপ ৫০ টি প্রথা বহির্ভূত শি(া প্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়টি জনশি(া প্রসারণ দপ্তরে অনুমোদিত হয়েছে। কান্দী ব্লকে যেসব গ্রাম পঞ্চায়েতে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি খোলা হচ্ছে সেগুলি হল (ক) যশোহরি আনুখা - ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, (খ) যশোহরি আনুখা - ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, (গ) আন্দুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, (ঘ) পুরন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, (ঙ) গোকর্ণ -১ গ্রাম পঞ্চায়েত, (চ) গোকর্ণ -২ গ্রাম পঞ্চায়েত, (ছ) মহলন্দি - ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, (জ) কুমারষন্ড গ্রাম পঞ্চায়েত, (ঝ) হিজল গ্রাম পঞ্চায়েত এবং (এ() নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত। ভরতপুর - ১ নং ব্লকের যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে এই প্রথাবহির্ভূত প্রতিষ্ঠান চালু হচ্ছে সেগুলো হল (ক) আমলাই গ্রাম পঞ্চায়েত, (খ) গুন্দিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, (গ) গড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত, (ঘ) আলুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, (ঙ) ভরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, (চ) সিজগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, (ছ) তেলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জজানগ্রাম পঞ্চায়েত।

বৃত্তি ঃ শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের সরকারী তরফে বৃত্তি দেওয়া হয়। নবম শ্রেণীর বা তার উর্ধতম শ্রেণীর পড়ুয়ারা এই বৃত্তি পাওয়ার অধিকারী। বিগত তিন বছরে বৃত্তিপ্রাপক ছাত্র সংখ্যা ও বৃত্তির পরিমাণ ছিল এই রকম-

শি(াবর্ষ	বৃত্তিপ্রাপক	বৃত্তির মোট পরিমাণ
১৯৯৮ - ৯৯	১১	১০,৬৬০
১৯৯৯ - ০০	অপ্রাপ্ত	৯২,১৫০
২০০০ - ০১	অপ্রাপ্ত	৯৭,৪৫০

দোপুকুরিয়া রাধাকৃষ(কীর্তন চতুষ্পাঠী পরিচালন ভাতা উত্ত(দপ্তর থেকে চতুষ্পাঠীর পরিচালনের জন্য ব্যয় করা হয়। এই চতুষ্পাঠী দোপুকুবিয়া গ্রামে বেলডাঙ্গা - ২ সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের আয়ত্বাধীন। বর্তমান সম্পাদক শ্রী হরেকৃষ(দাস চতুষ্পাঠীর পরিচালন ভাতা হিসাবে ৪,৫৬০ টাকা পান ১৯৯৩ - ২০০০ এ ১৯৯৯ - ২০০০ বছরের জন্য ১০,৫০০ টাকা ১৭ টি সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই জেলায় বিতরণ করা হয় সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের জন্য।

৪ টি গ্রামীণ কার্যস(ম সা(রতা প্রকল্প এই জেলায় ১৯৮০ - ৮১ সালে শু(হয়েছিল এবং ১৯৯০ - ৯১ সাল পর্যন্ত চালু ছিল এই প্রকল্পটি একটি সরকারী আদেশবলে বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত(গ্রামীণ সা(রতা প্রকল্পগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হ'ল -

১। বহরমপুর - বেলডাঙ্গা -১ গ্রামীণ সা(রতা প্রকল্প (কেন্দ্রীয় অনুদানভিত্তিক) শি(াভবন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

২। রঘুনাথগঞ্জ - ১ সাগরদীঘি গ্রামীণ সা(রতা প্রকল্প (কেন্দ্রীয় অনুদানভিত্তিক) পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জিলা - মুর্শিদাবাদ।

৩। নবগ্রাম, মুর্শিদা বাদ, জিয়াগঞ্জ গ্রামীণ সা(রতা প্রকল্প (রাজ্য অনুদানভিত্তিক) লালবাগ, মুর্শিদাবাদ।

৪। ভরতপুর -১, বড়এ(া, গ্রামীণ সা(রতা প্রকল্প (রাজ্য অনুদানভিত্তিক) পোঃ কান্দী, জিলা মুর্শিদাবাদ।

জনশি(া প্রসারণ আধিকারিক পঃ বঃ উচ্চতর কর্তৃপ(র নিকট বন্ধ প্রকল্পগুলির কর্মচারীদের কিভাবে কোন কাজে ব্যাবহার হবে তার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

এই সব সংগঠন ছাড়াও আরো অজস্র সংগঠন তাদের স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের কাজ করে চলেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'অ্যাসোসিয়েশন ফর সোসাল অ্যান্ড হেলথ্ অ্যাডভান্সমেন্ট' এর মুর্শিদাবাদ শাখা, চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট (সিনি) - এর মুর্শিদাবাদ শাখা, গণ উন্নয়ন পরিষদ, সংলাপ, শান্তিনিকেতন সোসাইটি ফর এমপাওয়ারমেন্ট (রাল পিপ্‌ল, শ্রী অরবিন্দ অনুশীলন সোসাইটি, ওয়েষ্ট বেঙ্গল এস সি/ এস টি ডেস্টিটিউট কম্যুনিটি প্রগ্রেসিভ কাউন্সিল, বালিয়া নেতাজী সংঘ (সাগরদীঘি), ভাবনা অ্যাসোসিয়েশন ফর পিপ্‌ল আপলিফট্‌মেন্ট, ভাবতা বালার্ক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, চাঁদনিচকহাট অ্যাসোসিয়েশন ফর (রাল সোসাল অ্যন্ড হেলথ অ্যাডভান্সমেন্ট , চরদৌলতপুর জ্যোতি সংঘ ও পাঠাগার, ফরাক্কা ব্লক বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ সমিতি, হরিপুর ডঃ আম্বেদকর জনসেবা মিশন, হেরামপুর অগ্রণী মহিলা সমিতি, কান্দী ব্রতচারী সংঘ, মহারাজপুর শতাব্দী ক্লাব, মালোপাড়া সবুজসাথী ক্লাব, মালোপাড়া সীমান্ত ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন, মহুরাকান্দী স্বামী বিবেকানন্দ সেবা প্রতিষ্ঠান , মুর্শিদাবাদ আদিবাসী গ্রামীণ জনকল্যাণ সমিতি , মুর্শিদাবাদ আম্বেদকর মিশন, মুর্শিদাবাদ সমাজ কল্যাণ সমিতি, নবগ্রাম তপসিলী মিলন সংঘ, নরনারায়ণ সেবা সমিতি, নিখিল ধর্মায়ন, আর এন ক্লাব স্যানিটারি মার্ট, শ্রীমা শিল্প নিকেতন, সূর্যসেনা, পতাকা শিল্পগোষ্ঠীর ডি জি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ইত্যাদি।